যুগান্তর

তারিখ ... 26 MAY 2013 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৮ ...

চট্টগ্রামে ৪০ শিবিরকর্মী গ্রেফতার

ছাত্রলীগ যুবলীগের হাতে ওসি লাঞ্ছিত ২ আসামি ছিনতাই

চট্টগ্রাম ব্যুরো

নাশকতার উদ্দেশ্যে জড়ো হয়েছে এমন সন্দেহে আটক ছাত্রশিবির নেতাকর্মীদের ছাড়িয়ে নিতে শনিবার দুপুরে নগরীর পাঁচলাইশ থানার ভেতর ঢুকে ওসিসহ পুলিশ সদস্যদের উপর চড়াও হয়েছে যুবলীগ-ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা। প্রায় একঘণ্টা ধরে থানায় চলে তুলকালাম কাণ্ড। এ সময় পুলিশের সঙ্গে দুর্ব্যবহার, অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ, এমনকি হাতাহাতির ঘটনাও ঘটে। যুবলীগ, ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের হাতে নাজেহাল হন ওসি প্রদীপ কুমার দাশ, কয়েকজন এসআই ও পুলিশ। একপর্যায়ে তাদের চাপের মুখে শিবিরকর্মী সন্দেহে আটক একজনকে পুলিশ ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। নগর ছাত্রলীগের স্টিয়ারিং কমিটির সাবেক সদস্য হাসান মুরাদ বিপ্লবের নেতৃত্বে থানার ভেতরে এ ঘটনায় অংশ

লাঞ্ছিত : পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ১

লাঞ্ছিত : যুবলীগের হাতে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

যারা ছিলেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন যুবলীগ নেতা আবদুল মান্নান ফেরদৌস, কমার্স কলেজ ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি দিদারুল আলম, ছাত্রলীগ নেতা বেলাল উদ্দিন, কমার্শিয়াল ইনস্টিটিউট ছাত্রলীগের সাবেক সহ-সভাপতি ওসমান গনি প্রমুখ। এর মধ্যে হাসান মুরাদ বিপ্লব বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর বেসরকারি কারা পরিদর্শক হিসেবে নিয়োগ পান। এরা সবাই নগর আওয়ামী লীগ নেতা আ জ ম নাছির সমর্থিত গ্রুপের নেতা ও ক্যাডার।

শনিবার সকালে ছাত্রশিবির পরিচালিত 'প্রবাহ কোচিং সেন্টার' আয়োজিত এসএসসিতে জিপিএ-৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠান থেকে শিবিরকর্মী সন্দেহে প্রায় ৪০ জনকে আটক করে পুলিশ। পাঁচলাইশ থানার সামনে দি কিং অব চিটাগাং কমিউনিটি সেন্টারে এ অনুষ্ঠান হচ্ছিল। অনুষ্ঠান শুরুর কিছুক্ষণ পর পুলিশ সেখানে হানা দিয়ে অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকা হাজী মুহাম্মদ মহসীন কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ কাজী নুরুল হকসহ ৪০ জনকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়। এ ব্যাপারে সিএমপির এসি (পাঁচলাইশ জোন) আবদুর রউফ জানান, সংবর্ধনার নামে ওখানে নাশকতার পরিকল্পনা করছিল বলে খবর পেয়ে অভিযান চালানো হয়। আটককৃতরা সবাই জামায়াত ও শিবিরের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত বলে মনে হচ্ছে। আরও যাচাই বাছাই করা হচ্ছে।

এদিকে বেলা সাড়ে ১২টার দিকে দিদারুল আলম নামে একজন থানায় ঢুকে নিজেকে সাবেক ছাত্রলীগ নেতা পরিচয় দিয়ে আটক একজনকে ছেড়ে দেয়ার জন্য উচ্চস্বরে চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করেন। এ সময় ওসি প্রদীপ কুমার দাশ আটককৃতদের যাচাই বাছাই করা হচ্ছে জানালে ক্ষুব্ধ দিদার ওসির সঙ্গে বাকবিতণ্ডা শুরু করে দেন। একপর্যায়ে দিদারুল আলমকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেন ওসি প্রদীপের বডিগার্ড। ওসির নির্দেশে পুলিশ সদস্যরা দিদারকে ডিউটি অফিসারের রুমে নিয়ে বসিয়ে রাখেন। দিদারের অভিযোগ, প্রবাহ কোচিং সেন্টারের অনুষ্ঠান থেকে পুলিশের ধরে আনাদের মধ্যে পটিয়া উপজেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি নজরুল আহমদের ছেলেও রয়েছে। তাকে ছাড়িয়ে নিতেই তিনি থানায় এসেছেন দাবি করে দিদার জানান, ওই ছেলে সম্প্রতি মাদ্রাসা থেকে এসএসসি পাস করেছে। তাকে ছাড়াতে থানায় গেলে পুলিশ উল্টো তার গায়ে হাত দেয়।

এদিকে দিদারকে থানায় আটকে রাখার খবর পেয়ে নগর যুবলীগ ও ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা থানার সামনে জড়ো হতে শুরু করে। পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, দুপুর দেড়টার দিকে ওসমান গনি নামে একজন নিজেকে ছাত্রলীগ নেতা পরিচয় দিয়ে থানা কম্পাউন্ডে ঢুকতে চাইলে গেটে দাঁড়ানো এসআই ও কনস্টেবলরা তাকে বাধা দেয়। এতে ক্ষুব্ধ ওসমান এক কনস্টেবলের উপর চড়াও হয়ে তার গায়ে হাত তোলার চেষ্টা করে। কিছুক্ষণ হাতাহাতি ও ধাক্কাধাক্কি চলে। একপর্যায়ে থানা ভবনে ঢোকার মূল গেট বন্ধ করে দেয় পুলিশ। এরপর পুলিশ সদস্যরা ওসমানকে ধরে পিটুনি দিয়ে থানা হাজতের পাশের একটি রুমে আটকে রাখে। এর আগে পুলিশ তার মোবাইল ফোন নিয়ে ডিউটি অফিসারের কাছে জমা দেয়। এ খবর পেয়ে দুপুর ২টার দিকে অনুসারীদের নিয়ে হন্তদন্ত হয়ে থানায় যান সাবেক ছাত্রলীগ নেতা ও কারা পরিদর্শক হাসান মুরাদ বিপ্লব এবং যুবলীগ নেতা আবদুল মান্নান ফেরদৌস। তাদের সঙ্গে আসা উগ্র আচরণের নেতাকর্মীরা সবাই পুলিশ সদস্যদের ধাক্কা দিয়ে হইচই করতে করতে থানা কম্পাউন্ডে ঢুকে পড়েন। বিপ্লব, বেলাল এবং ফেরদৌস ঢুকেই হাজতখানার সামনে উপ-পরিদর্শকদের রুমে গিয়ে ওসমান গনিকে ছিনিয়ে নেয়। ডিউটি অফিসারের কক্ষ থেকে দিদারুল আলম পুলিশের বাধা উপেক্ষা করে দ্রুত বের হয়ে চলে যায়। সরেজমিনে উপস্থিত থেকে দেখা যায়, এ সময় ওসিকে উদ্দেশ করে বিপ্লব বলতে থাকেন, 'আপনারা যা ইচ্ছা তা করছেন। না চিনে যাকে তাকে গ্রেফতার করছেন ইচ্ছামতো।' এ সময় দিদারুল আলমও রাগান্বিত হয়ে বলেন, 'হয় আমি থাকব না হয় এ থানায় ওসি প্রদীপ থাকবে।' এরপর তারা সবাই ওসির রুমে ঢুকলে ওসির বডিগার্ড দরজা বন্ধ করে দেয়। প্রায় আধাঘণ্টা সেখানে রুদ্ধদ্বার আলাপের পর ওসির কক্ষ থেকে বের হন হাসান মুরাদ বিপ্লব। তিনি জানান, পুলিশের সঙ্গে কিছুটা ভুল বোঝাবুঝি হয়েছিল। শিবির ধরলে আমাদের কোন আপত্তি নেই। কিন্তু একজন আওয়ামী লীগ নেতার ছেলেকেও ধরে এনেছে বলে সবাই এসেছিলাম। ওসি ও অন্য পুলিশ সদস্যদের নাজেহালের অভিযোগ অস্বীকার করে তিনি বলেন, পুলিশই প্রথমে ছাত্রলীগ নেতা ওসমান গনিকে মারধর করে হাজতে আটকে রাখে।

এ ব্যাপারে পাঁচলাইশ থানার ওসি প্রদীপ কুমার দাশ জানান, নাশকতা পরিকল্পনার অভিযোগে শিবির কর্মী সন্দেহে বেশ ক'জনকে আটকের পর দুপুরে ছাত্রলীগ-যুবলীগের কয়েকজন নেতা এসে আটক হওয়া কয়েকজনকে ছেড়ে দিতে পুলিশের ওপর চাপ সৃষ্টি করেন। কয়েকজন আমাদের সঙ্গে খুব খারাপ আচরণ করেছেন। অবশ্য পরে তারা নিজেদের ভুল বুঝতে পেরেছেন। তবে পুলিশকে নাজেহাল করার পরও কাউকে আটক না করা প্রসঙ্গে তিনি কোন মন্তব্য করেননি। সংবর্ধনা অনুষ্ঠান থেকে আটককৃতদের যাচাই বাছাই করে এ পর্যন্ত ২৫ জনকে আটক রাখা হয়েছে বলে ওসি জানান।

ছাত্রশিবিরের প্রতিবাদ : প্রবাহ কোচিং সেন্টারে এ-প্লাস প্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনায় পুলিশি অভিযান এবং গ্রেফতারের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে এক বিবৃতিতে চট্টগ্রাম মহানগর ছাত্রশিবিরের (উত্তর) সভাপতি মনজুর হোসাইন ও সেক্রেটারি নুরুল আমিন শত শত মেধাবী ছাত্রছাত্রী, অভিভাবক, শিক্ষক ও গণ্যমান্য ব্যক্তির উপস্থিতিতে এ অনুষ্ঠানে আইন-শৃংখলা বাহিনীর অতি উৎসাহী কিছু কর্মকর্তা হামলা করে বহু মেধাবী ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবককে গ্রেফতার করে এবং প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রসহ মেধাবী সম্মান সূচক স্মারক লুট করে নিয়ে যায়। সরকার আইন-শৃংখলা বাহিনী দিয়ে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে হামলা করে শিক্ষাব্যবস্থাকে কলংকিত ও মেধাবীদের অবমূল্যায়ন করেছে। নেতারা অবিলম্বে গ্রেফতারকৃতদের নিঃশর্ত মুক্তি দাবি করেন।